জীবননগরে জাল টাকাসহ আটক-২

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে ৫০টাকার জাল নোটসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেকের নির্দেশে জীবননগর থানার এস আই আমির হোসেন সঙ্গীয় ফোস নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে জীবননগর পৌর শহরের শাপলা প্লাজার শহিদুলের চায়ের দোকানের সামনের থেকে ৬২পিচ ৫০ টাকার জাল নোট সহ মহেশপুর উপজেলার জোহা গ্রামের আলী আকবরের ছেলে ইমন হোসেন (১৭)এবং একই উপজেলার হাবাস পুর গ্রামের আক্তার হোসেনের ছেলে মেহেদী হাসানকে(১৬) আটক করে। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫১ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৫১ বোতল ফেন্সিডিলসহ রায়হান
(২৪) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল। বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর পশ্চিমপাড়া এলাকা থেকে রায়হান কে গ্রেফতার করা হয়। রায়হান ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া এলাকার আলী হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি’র ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এসআই সুলতান মাহমুদ, হাবিবুর রহমান,এএসআই আহসান হাবীব, হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ভবানীপুর গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় রায়হান কে আটক করার পর তার কাছ থেকে ৫১ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে এসে প্রাণ গেলো বড় বোনের, পৃথক স্থানে লাশ দাফন

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ছোট ভাইয়ের লাশ দেখতে এসে বেনী খাতুন (৪০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (০৮ ডিসেম্বর) উপজেলার সোনাতুনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরিবারের সদস্যরা জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলা জেহালা ইউনিয়নের সোনাতুনপুর গ্রামের মৃত কাঙালী মণ্ডলের ১০ সন্তান। চতুর্থ ছেলে আবদুল মান্নান (৪০) গত ১৯ দিন আগে বার্ধক্যজনিত কারণে স্ট্রোক করেন। ওইদিনই মান্নানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (০৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে বুধবার (০৮ ডিসেম্বর) ভোরে লাশবাহী এম্বুল্যান্সযোগে আব্দুল মান্নানের মরদেহ নিজ গ্রাম সোনাতুনপুর গ্রামে আনা হয়। এসময়
থেকে শেষবারের মতো দেখতে আসেন তার সেজ বোন বেনী খাতুন (৪৫)। ভোর ৫টার দিকে ভাই আবদুল মান্নানের মৃত মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রোক করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা পাশের একটি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত বেনী খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আমিরপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের স্ত্রী।

এদিকে ভাই-বোনের এমন অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সকাল ৯টায় সোনাতনপুর গ্রামস্থ গোরস্থানে ভাই ও বোনের দাফন করা হয় তার স্বামীর বাড়ি শরিষাডাঙ্গায়। জেহালা ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন বলেন,বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত আবদুল মান্নান মঙ্গলবার ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বুধবার ভোরে মরদেহ পৌছালে মৃত ভাইলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেনী খাতুন চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। এরপরই ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বজনরা আজও খুঁজে ফেরেন শহীদ হাফিজউদ্দীন ও তাঁর পুত্রের লাশ

কী হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক সেই দৃশ্য! পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার-আলবদররা সারা দেশের মতো মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বুদ্ধিজীবীদের ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে হত্যার করে।১৫ আগস্টগভীর রাতেপাকহানাদার বাহিনী একটি ট্রাক নিয়ে মেহেরপুরের গাংনী শহর লাগোয়া চৌগাছা গ্রামে হাফিজউদদীন বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িটি চিনিয়ে দেয় স্থানীয় রাজাকাররা। এক ছেলে একরামুল হক-ছোট যুদ্ধে গেছেন। বড়ছেলে বজলুল হক, মেজছেলে সিরাজুল হক মিন্টু, সেজছেলে এমদাদুল হক-বড় বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করেছেন।বাড়িটি তখন খাঁ খাঁ করছে। অস্ত্র নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বর্বর-হানাদারের দল। বাইরে দলবল নিয়ে পাহারা দিতে থাকে রাজাকার ও শান্তি কমিটির নেতারা। বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেনহাফিজ উদদীন মাস্টার। বর্বরের দল তাঁকে ও তার আত্মীয় গাংনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম সরকারকে পিঠমোড়া বেঁধে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায় ভাটপাড়া ক্যাম্পে। সেখানে তাদের হত্যা করা হয় এবংহত্যার পর তাদের ছিন্নভিন্ন লাশগুলো কাজলা নদীর তীরে খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখা হয় দু দিন। তারপর ভাসিয়ে দেয়া হয় কাজলার পানিতে। সেদিন যাদের হত্যা করা হয়, তাদের অনেকের লাশ শনাক্ত করা যায়নি, অনেকের লাশ আজও খুঁজে পায়নি তার স্বজনরা। গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক, গাংনী থানার শিক্ষাবিস্তারের পুরোধা-ব্যক্তিত্ব হাফিজ উদ্দিনের মরদেহের হদিস মেলেনিআজও ।
মেহপেুর জেলার গাংনীর হাফিজ উদ্দীন বিশ্বাস ছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষক, সমাজসেবক, বিদ্যোৎসাহী ও জনদরদি ব্যক্তিত্ব। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠে গাংনী উচ্চ বিদ্যালয় ও গাংনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। এসব আন্দোলন-সংগ্রামে সহায়তা

করেছেন, নিজে যুক্ত থেকেছেন।তিনি সরসরি রাজনীতি করতেন না, কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অসাম্প্রদায়িক মানবিক দর্শনে। তার ছেলে একরামুল হক-ছোট সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ১০ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের কাঁঠালপোতা গ্রামে এক অপারেশনে রাজাকারদের গুলিতে শহীদ হন। তার লাশও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশেও অদম্য সাহসীহাফিজ উদ্দীন মাস্টারদেশত্যাগ করেননি।তরুণ-যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি বিশেষ সংগঠন।স্থানীয় তরুণদের গোপনে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁর নেতৃত্বে গাংনীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে। এসব কাজে তাঁকে সার্বিক সহায়তা করতেন তার আত্মীয় আবুল হাশেম সরকার। তিনি ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। গাংনী থানার শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকার-আলবদরা বিষয়টি জানতে পেরে হাফিজ উদদীনসহ পাকিস্তানের দুশমন-বুদ্ধিজীবী ও স্থানীয় এলিটদের নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গভীর রাতে রাজাকারদের সহায়তায় পাকসেনারা হাফিজউদ্দীন ও আবুল হাশেম সরকারকে ধরে নিয়ে যায় এবং ভাটপাড়া ক্যাম্পে নৃশংসভাবে হত্যা করে।
শহীদ শিক্ষক হাফিজ উদ্দীনের জন্ম ১৯২০ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে। তার বাবা আজিজ উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির গোমস্তা ও জনদরদি ব্যক্তি। মা সবুরা খাতুন ছিলেন পরোপকারী স্বভাবসম্পন্ন। তিনি নদীয়া জেলার শিকারপুর হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এন্ট্রান্স পাস করেন। পারিবারিক সমস্যার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানার দারোগার পদ ছেড়ে নিজ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের সহায়তায় ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গাংনী হাইস্কুল। যুক্ত হন শিক্ষকতায়। পড়াতেন ইংরেজি ও ইতিহাস। ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।দায়িত্ব পালন করেছেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তথা জুরির হাকিম হিসেবে। অসীম সাহসিকতার অধিকারীহাফিজ উদদীন মাস্টার স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের বাইরেও ছিলেন প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সর্বস্তরের মানুষ তাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করত, আর পাকিস্তানপন্থি পিস কমিটির নেতা ও রাজাকাররা তাকে প্রতিপক্ষ মনে করত। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য রাজাকারদের সহায়তায় পাকসেনারা তাকে হত্যা করে।
শহীদ হাফিজউদদীন ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত এক বিরলপ্রজ ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাবিস্তার, জনকল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধেহাফিজউদদীনের

অবদান অসামান্য। কিন্তু তাঁর কাজের যথাযথ স্বীকৃতি মেলেনি। তবেরফিকুর রশীদের লেখা আগামী প্রকাশনীর ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: মেহেরপুর জেলা’ গ্রন্থে হাফিজউদদীনকে ‘ গাংনী থানার শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূত’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের ‘মুক্তিসংগ্রামে মেহেরপুর’ এবং মূর্ধন্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল আমিনের ‘ ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ’ গ্রন্থে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) শিক্ষক হাফিজউদদীনকে শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৫ সালে গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে এই ‘অমিততেজা সিংহপুরুষ’কে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয়।শহীদ হাফিজউদদীন এবং একাত্তরের ১৫-আগস্টের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ভাটপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে, চলছে বধ্যভূমি সংরক্ষণের কাজ।
শহীদ হাফিজউদদীনের স্ত্রী সাকিনা বেগম,বড়ছেলে রাজনীতিক-সমাজসেবক-বিদ্যোৎসাহী বজলুল হক, সিরাজুল হক ও বড়মেয়ে মারা গেছেন। তার চতুর্থ পুত্র একরামুল হক ছোটন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাদের তিন ছেলে ও তিন মেয়ে বেঁচে আছেন। এরা সবাই শিক্ষিত ও সরকারি চাকুরে। ছোটছেলে গাংনী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক শহীদুল হক বলেন, ‘ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবা, মামা ও এক ভাই শহীদ হন। দেশের জন্য আমাদের পরিবার অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করেছে। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। তাদের নামে এলাকার কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক বা স্থাপনার নামকরণ করা হয়নি। এ জন্য আমি মর্মাহত এবং গ্লানিবোধ করি।’ পঞ্চম পুত্র শিক্ষক এনামুল হক বলেন, বাবা ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। ছিলেনমওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ অনুসারী।উদার-অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ হিসেবে তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সমর্থন করেননি। আমাদের পরিবারের সবাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকাররা বাবার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। রাজাকারদের প্রত্যক্ষ মদতে পাক হানাদার বাহিনী বাবাকে হত্যা করে। তিনি দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। বাবার সাহসিক আত্মত্যাগের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

লেখক: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর তিন লাখ টাকা গায়েব

পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পোস্ট অফিসে পারিবারিক সঞ্চয় বীমায় টাকা জমা করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন। ২০১৭ সালে তিনি এক কালীন আট লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। মনোয়ারা খাতুন অজান্তে এবং স্বাক্ষর ছাড়াই তার হিসাব নম্বর থেকে গায়েব হয়েছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার বলছেন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনের আত্নীয় এ টাকা উত্তোলন করেছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের দাবী টাকা হাতি নিয়েছে দায়িত্বরত পোস্ট মাস্টার। মনোয়ারা খাতুন টাকা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন অনেকের দ্বারে দ্বারে। কোথায় গেলে সুরাহা পাবেন তাও জানেন না ভুক্তভোগী ওই মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন। বিগত ৩/০৭/২০১৭ সালে যিনি গাংনী উপজেলা পোস্ট অফিসে পারিবারিক সঞ্চয় বীমা খোলেন। যার হিসাব নং-১৪৩১,বহিনং-পসপঘ-১০৯৯৩৪৬,পসপঙ-০৯৮০৩০১,পসপচ-০৪৭৫৪৫৮,। উক্ত সঞ্চয় নম্বরে ৮লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা করেন। সঞ্চয়পত্রে নমিনি করা হয় মনোয়ারা খাতুনের ছেলে আব্দুল হানিফকে। লাখ প্রতি ৯১২ টাকা মাসিক মুনাফা উত্তোলন করার কথা থাকলেও অধ্যবধি তিনি কোনো টাকায় উত্তোলন করেননি। বছর খানেক আগে মনোয়ারা বেগম মুনাফার টাকা উত্তোলন করতে গেলে গাংনী উপজেলা পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম তাকে টাকা প্রদান করতে গড়িমশি করেন। বৃদ্ধ মনোয়ারা খাতুন অসুস্থ্য শরীরর নিয়ে ১৭ দিন অফিসে যান। তবুও তিনি টাকা পাননি। পরে তিনি পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সঞ্চয়পত্র ও কুপন ফেলে চলে আসেন। কয়েকদিন পর তিনি ফেলে আসা সঞ্চয়পত্র ও কুপন আনতে পোস্ট অফিসে গেলে সঞ্চয়পত্র ও কুপনের খোঁজ জানেন না বলে জানান পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম। মনোয়ারা খাতুন বিষয়টি তার স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানকে জানালে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। যার নং-৫৪৯। পরে পোস্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে

জানতে পারেন তার হিসাব নম্বর থেকে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা গায়েব হয়েছে গেছে। টাকা গায়েবের বিষয়ে কারন জানতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের সাথে গড়িমশি করেন পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম। এবং কুপনের মাধ্যমে মনোয়ারা খাতুনের নাতি ডিউক হোসেন এ টাকা উত্তোলন করেছে বলে জানান। তবে ডিউক হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, তিনি নানি মনোয়ারা খাতুনের সঞ্চয় পত্রের নমিনি নন, এবং টাকা উত্তোলনের বিষয়টি তিনি জানেন না বলে দাবী করেন। ড্িউক হোসেন টাকা উত্তোলনের প্রমান দেখতে চাইলে তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম।
মনোয়ারা খাতুন বলেন, আমি পোস্ট অফিসে শুধু টাকা রেখেছি। কোনদিন টাকা উত্তোলন করিনি। তাছাড়া আমার নমুনা স্বাক্ষর রয়েছে। আমার নমুনা স্বাক্ষর ছাড়াই টাকা প্রদান করল কিভাবে? আমার নাতি আমার সংসারে থাকে। সে ছাত্র । এতগুলো টাকা সে কি করবে? । এটা কি ছেলের হাতের মোয়া! আমি সর্বশেষ ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। আমাকে পাত্তা দেয়নি। আমার সঞ্চয় পত্র থেকে পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম টাকা উত্তোলন করেছে। আমি উক্ত টাকা ফেরত পেতে চাই।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান বলেন, বিষয়টি আমি জানার জন্য গাংনী পোস্ট অফিসে গেলে আমাকে কোনো ভাবেই সহযোগীতা করেনি পোস্ট মাস্টার। পরে কুষ্টিয়াতে যোগাযোগ করার পর জানতে পারি আমার স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের হিসাব থেকে বিভিন্ন তারিখে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আমি এখন কি করব, সুরাহা পাচ্ছিনা। তাছাড়া বর্তমান ডিজিটাল সময়ে আমার এতগুলো টাকা গায়েব হয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে টাকা গায়েব হবে কেন? আমি এর ন্যয্য বিচার চাই।
গাংনী উপজেলা পোস্ট মাস্টার নজরুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানো কোন নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করা হয়না। শুধুমাত্র গ্রাহকদের কুপন দেয়া হয়। উক্ত কুপন যিনি আমাদের প্রদান করবেন তিনিই টাকা পাবেন। তবে মনোয়ারা বেগমের নাতি ডিউক টাকা উত্তোলন কেরেছ। উপজেলায় কতজন গ্রাহক এমন সঞ্চয় রেখেছেন তার পরিসংখ্যাণ নেই বলেও জানান নজরুল ইসলাম।
মেহেরপুর জেলা পোস্ট মাস্টার জহুরুল হক রানা বলেন, প্রতিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। এবং প্রতিটি গ্রাহক সঞ্চয় খোলার সময় নমুনা স্বাক্ষর দিয়ে রাখেন। আমরা তা সংরক্ষণ করি। যারা কুপন নিয়ে আসেন তাদের নমুনা স্বাক্ষর যাচাই করা হয়ে থাকে। কুপন হাতে অন্যরা আসলেও মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে কথা বলে নেয়া হয়।

টাকা গায়েব হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, আমি এই প্রথম শুনলাম বিষয়টি ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল দেখভাল করেন। আমি উনার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে সহযোগীতা করব। ডেপুৃটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল(কুষ্টিয়া) খন্দকার মাহাবুব হাসেন হোসেনের সাথে অফিসিয়াল টেলিফোনে একধিকবার যোগাযোগ করা হলে টেলিফোন রিসিভ না করাই মন্তব্য লেখা সম্ভব হয়নি।

দর্শনা-জীবননগর সড়কে ট্রাক-মিনিট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ঘ

দর্শনা-জীবননগর সড়কে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ঘের ঘটনা ঘটেছে। এতে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে দুটি ট্রাকের চালক ও সহকারীর প্রাণ।
মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানার সামনে দর্শনা-জীবননগর প্রধান সড়কের নিকটবর্তী স্থানে এ দূর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে দূর্ঘটনায় কবলীত দুটি ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানাগেছে, ঢাকা গাজীপুর হতে এস,কে,বি কোম্পানী এসএস পাইপ ভর্তি একটি মিনিট্রাক যার রেজি নং-(ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৫-১৫৩৩) দর্শনা- জীবননগর সড়ক ধরে যশোরের উদ্দ্যেশে যাচ্ছিল। এসময় দর্শনা-জীবননগর আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানার সামনে প্রধান সড়কের নিকটবর্তী স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি খালি ট্রাক যার রেজি নং-(চুয়াডাঙ্গা ট-১১-০৪৪৩) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা দেয়।

এতে ট্রাক দুটি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও প্রানে বেঁচে যায় ট্রাক দুটির চালক ও হেলপার। ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক ও হেলপার। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌছায় দর্শনা থানা পুলিশ। এরপর দূর্ঘটনায় কবলিত ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে নেয়

দর্শনা সীমান্ত থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন দামুড়হুদার উপজেলার দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী সুলতানপুর গ্রাম থেকে ২ কেজি ৬৮৩ গ্রাম (২৩০ ভরি) ওজনের ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই স্বর্ণের বার পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পিএসসি, মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তিনি জানতে পারেন ভারতে বড় একটি স্বর্ণের চালান পাচার হবে। এমন তথ্যর ভিত্তিত্বে সুলতানপুর বিওপির নায়েক রবিউল ইসলাম এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল সুলতানপুর সীমান্তের ৭৭নং মেইন পিলার থেকে এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সুলতানপুর নামক স্থানে অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে গেলে সেখান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ২ কেজি ৬৮৩ গ্রাম (২৩০ ভরি) ওজনের ২৩টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে।

যার আনুমানিক মূল্য- ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ।তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানী কে আটক করতে পারেনী। সুলতানপুর বি ও পি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় সাধারন ডায়েরী করছে বলে জানিয়েছেন দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সামসুদোহা।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা মুক্ত দিবস উপলক্ষে কবিতা পাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক, প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের স্মৃতিচারণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সম্মুখ সমরে তাঁদের অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন। জীবন বাজি রেখে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার মা বোনের সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি সংরক্ষণে জেলাবাসীকে আরো যত্নশীল হবার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা এবং সহয়োগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, জাতীয় শ্রমিকলীগের চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজালুল হক বিশ্বাস।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক, সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজালুল হক বিশ্বাস।

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য দেন অরিন্দমের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম সৈকত, অধ্যক্ষ শাজাহান আলী বিশ্বাস, ইদ্রিস মন্ডল প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আনছার আলী, ইদ্রিস মন্ডল, ডাঃ তোফাজ্জেল হোসেন,সুমন ইকবাল, নটরাজ হারুন,জুবায়ের হাসান,আশিকুজ্জামান আসাদ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংলাপের সাধারণ সম্পাদক আহসান খান,

সদস্য শাহীন,অরিন্দমের সদস্য ইয়াকুব জোয়ার্দ্দার সুমন, আহাদ আলী মোল্লা, রিচার্ড রহমান, গোলাম কবির মুকুল, কাজল মাহমুদ, হোসেন মোঃ ফারুক,হোসেন জাকির প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঐতিহাসিক মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ভবন ও স্থাপনা রক্ষা করেও বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা যায় এবং উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন মোঃ আনছার আলী।

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় হামিদা গঙের হামলায় কৃষক আজিজুল জখম

দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় কৃষক আজিজুলকে পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার হামিদা গঙদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১ টার দিকে গ্রামের কেরুজ মাঠের পার্শ্বে রাস্তার ধারে ঘটনাটি ঘটে।

এতে মারাত্বক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে। উক্ত ঘটনায় হামিদা সহ ছেলে মনিরুল মোল্লা, মেয়ে শেফা ও আলামিন নামের আরও একজনের বিরুদ্ধে থানা পুলিশে অভিযোগ করেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত শমসের আলীর ছেলে আজিজুল হক বাড়ির পার্শ্ববর্তী আকন্দবাড়িয়া কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ মাঠের পাশের রাস্তায় ঝোড়-ঝাপ কাটছিল। এসময় একই এলাকার লালুর ছেলে মনিরুল মোল্লা (২৮), মেয়ে শেফা (৩০) লালুর স্ত্রী হামিদা (৫২) ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন অহেতুক ভাবে আজিজুলকে গালিগালাজ করতে থাকে।

ফলে তাকে গালিগালাজ করার উদ্দশ্য জানতে চাইলে রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের বাইলধারা দিয়ে বেধরক ভাবে পিটাতে থাকে। এতে করে রক্তাক্ত জখম সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয় কৃষক আজিজুল

হক। এসময় তার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে উদ্ধার করে। এরপর পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে আজিজুল হক।

আজিজুল অভিযোগ করে বলেন, আমার বাড়ির পার্শ্বে কেরুজ চিনিকলের অধিনস্থ আকন্দবাড়িয়া ফার্মের আওতায় কিছু জমি রয়েছে চাষের অনুপযোগী। এ জমি চাষের জন্য জমিতে থাকা বন-জোঙ্গল

আমি পরিস্কার-পরিছন্ন করে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সাথী ফসলের খাটো আবাদ করছি। ওই জমির মধ্যে আবাদি ফসল প্রতিবেশী লালুর স্ত্রী আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী হামিদা ও তার গৃহপালিত ছাগল দিয়ে বিনষ্ট করছে। এনিয়ে কয়েকদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে জমির পার্শ্বে সড়কের ধারের ঝোড়-ঝাপ কেটে পরিস্কার করছিলাম। এসময় ঝোড় পরিস্কার করা নিয়ে হামিদা ও ছেলে মনিরুল মোল্লা এনিয়ে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এরই একপর্যায় লালুর স্ত্রী হামিদা, ছেলে মনিরুল, মেয়ে শেফা ও জাহিদুলের ছেলে আলামিন রাস্তার পার্শ্বে থাকা কচা গাছের ডাল ও কাঠের তৈরী বাইলধারা নিয়ে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায় এবং আমাকে টেনে-হেঁচরে হামিদার বাড়ির মধ্য নিয়ে বেধরক ভাবে মারধর শুরু করে। এতে আমি রক্তাক্ত জখম হওয়া সহ মারাত্বক ভাবে আহত হয়।

এসময় আমার আর্তচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে আমাকে চিকিৎসার জন্য দামুড়হুদা উপজেলা চিৎলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালে নেয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায়, সে ব্যাপক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তার বুকে ইঞ্জুরী হয়েছে।

হামলার কারণ হিসাবে আজিজুল আরও বলেন, হামিদা একজন চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী। তার ধারনা ঝোড়-ঝাপের মধ্যে হয়তো মাদক লুকিয়ে রাখতো। আমি ঝোড় কাটাতে তাদের হিংসা হওয়ায় আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে।

এবিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানা পুলিশে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার আইনে অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা বিক্রয়ের দায়ে দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার আলমডাঙ্গার আসাননগরে মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্সকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগরে অবস্থিত মেসার্স অন্নপূর্ণা ট্রেডার্স দীর্ঘদিন বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলার হিসাবে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা করে।

ব্যবসার আড়ালে বসুন্ধরা গ্রুপের মেয়াদ উত্তীর্ণ আটায় নকল মেয়াদ বসিয়ে বাজারজাত করছে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে বসুন্ধরা গ্রুপের ডিলারের গোডাউনে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা পাওয়ায় ডিলার মালিক অসীম সাহাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা গুলো নষ্ট করে ও সিলের সরঞ্জামগুলো ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এস আই তারিফ সঙ্গী ফোর্স।